বিষয় নং - ৫

প্রভু যীশুর অপেক্ষায় প্রস্তুত হই

সুপারিশ :
– নভেম্বরের শেষে
– আগমনকাল
– দুই অধিবেশন
– ৫–৭ : দ্বিতীয় শ্রেণী

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – আগমনকাল হল অপেক্ষা ও প্রস্তুতি কাল। আমরা যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষায় আছি এবং নিজেদের প্রস্তুত করি – এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের সচেতন করে তোলা।

– আমাদের প্রস্তুতি বাস্তব কাজের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করা উচিত।

আমার ছেলেমেয়ে

– ছেলেমেয়েরা বড়দিনের উৎসবের জন্য খুব আগ্রহী। তাদের প্রস্তুতি বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হওয়া উচিত। এজন্য ধর্মশিক্ষায় ও নিজ নিজ পরিবারের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি বাঞ্ছনীয়।

– যীশুর ঐতিহাসিক আগমন, উপাসনামূলক আগমন ও শেষ দিনের আগমন হল আগমনকালের তিনটে প্রধান ধ্যানের বিষয়। ছেলেমেয়েরা এত গভীর চিন্তা করতে পারবে না। কিন্তু বিভিন্ন মহান ব্যক্তিদের আদর্শ, ব্যবহার ও মনোভাব প্রদর্শনে তাদের অনুপ্রাণিত করা যায়।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

দ্রষ্টব্য ঃ এ পাঠ দুই অধিবেশনে করতে হবে (প্রথম দিন ১–৪ এবং দ্বিতীয় দিন ৫–৯)।

১। চার সপ্তার প্রস্তুতি ঃ আগমনকালের মালা

কাটেখিষ্ট অধিবেশনের পূর্বে খড় বা বিচালী, সবুজ পাতা ও ফুল দিয়ে একটি সুন্দর মালা প্রস্তুত করবেন। মালার উপর চারটি মোমবাতি বসাবেন এবং দড়ি

দিয়ে শিকা'র মত ঝুলিয়ে রাখবেন। এ মালাটি যীশুর আগমনের পরিবেশ প্রস্তুত করতে আমাদের সাহায্য করবে। কারণ এ মালাটির সবুজ পাতা ও রঙীন ফুল আমাদের অন্তরে জাগাবে আশা ও আনন্দবোধ এবং বাতির আলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, যিনি আসছেন – প্রভু যীশু হলেন পৃথিবীর আলো। চারটি মোমবাতি হচ্ছে, আগমনকালের চারটা রবিবারের প্রতীকস্বরূপ। আগমনকালের প্রথম শিক্ষা অধিবেশনের শুরুতেই কাটেখিষ্ট মালাটি ছেলেমেয়েদের মাঝখানে রেখে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। তারপর বাইবেল থেকে পাঠ করবেন ঃ

"ঈশ্বর এ কথা বলেন ঃ

যারা অন্ধকারে পথ চলছিল, তারা দেখেছে এক বিরাট আলো; যারা অন্ধকারে বাস করত,তাদের উপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। হে প্রভু, তুমি তাদের দিয়েছ অশেষ আনন্দ, তাদের উল্লাস আরও গভীর করে তুলেছ। ... কারণ একটি শিশু আমাদের জন্য জন্ম নেবেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁর নাম হবে ঃ শক্তিমান ঈশ্বর, শান্তির রাজা। ভয় কর না, সাহস কর, কারণ আমাদের প্রভু আমাদের মুক্ত করতে আসবেন"। (ইসাইয়া ৯)

▸▸ পাঠের পর কাটেখিষ্ট মালাটি এ বলে আশীর্বাদ করবেন ঃ

"হে প্রেমময় পিতা, তোমার বাণী দ্বারা তুমি সব কিছুই পবিত্র করে থাক। মিনতি করি, আগমনকালের এ মালাটি আশীর্বাদ কর। যারা এ মালার সামনে প্রার্থনা করবে তাদেরও আশীর্বাদ কর, তারা যেন উপযুক্তভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারে। আমেন।"

এরপর একটি ছেলে প্রথম মোমবাতি জ্বালাবে এবং কাটেখিষ্ট মালাটি উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখবেন।

২। কার জন্য অপেক্ষা করছি ?

▸▸ আজকের পাঠ্য বিষয় শিক্ষা শুরু করে বলব ঃ

– তোমরা কি কখনও কোন কিছুর জন্য বা কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করেছ ? কি জন্য অপেক্ষা করেছ এবং কেন ?

– অপেক্ষাকালে কি করেছিলে ? কি ভেবেছিলে ?

– যার অপেক্ষায় ছিলে, তার জন্য কিছু করেছিলে কি ?

ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। শেষে তাদের বিভিন্ন মতামত ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলব –

হ্যাঁ, তোমরা ছুটির জন্য, পরীক্ষা ফলাফলের জন্য, বাবার কাছ থেকে নতুন জামা-প্যান্ট বা খেলনা পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাক। এ ছাড়া তোমাদের কোন আত্মীয় তোমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসবার সংবাদ যদি পাও, তার জন্যও অপেক্ষা করে থাক। বাবা বাজারে গেছে; ফিরে এলে রান্না হবে, তারপর খাবে...। তাই বাবা কখন যে ফিরবে, তোমরা পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা কর।

এসব পাওয়ার জন্য বা কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমরা যখন অপেক্ষা কর, তখন আগ্রহ এবং কষ্ট দুটোই লাগে। অর্থাৎ, যত সময় জিনিসগুলো না পাও বা আত্মীয়কে না দেখ, ততক্ষণ তোমরা অস্থির। আর যখন হাতে পাও বা দেখা হয় তখন আনন্দ লাগে, তাই না ?

তোমরা শুনেছ, বড়দিনের আর বেশী দেরী নেই , আর মাত্র এক মাস পর বড়দিন হবে।

– বড়দিন তোমাদের কেমন লাগে ? এত ভাল লাগে কেন ?
– 'বড়দিন' বলি কেন ? সেদিন কি হয়েছে ?
– তাহলে 'বড়দিনে' আমরা এত আনন্দ করি কি জন্য ?

ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক, ছোট-বড় সবাই বড়দিনের অপেক্ষায় আছে। সেদিন অনেক আনন্দ হবে, কীর্তন গান, যাত্রা, মেলা ... হবে। গ্রামের চেহারা একেবারে পাল্টিয়ে যায় এবং প্রায় লোকে নতুন জামা-কাপড় পরে বেড়ায় ...।

৩। খ্রীষ্টানদের বড়দিন

যীশুর জন্য সারা জগতের লোক অপেক্ষা করেছিল। পিতা ঈশ্বর একটি জাতিকে মনোনীত করেছিলেন, তারা যীশুর আসার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকত। এ জাতি হল যিহুদী। ঈশ্বর তাদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন এবং তাদের সুপথে পরিচালনার জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ সাধু ব্যক্তিদের পাঠাতেন। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন ঃ

"একটি শিশু আমাদের জন্য জন্ম নেবেন; একটি পুত্রকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁর নাম হবে শক্তিমান ঈশ্বর, শান্তির রাজা। ভয় কর না। সাহস কর, কারণ আমাদের প্রভু আমাদের মুক্ত করতে আসবেন" (ইসাইয়া)।

মানুষ পাপ করে শান্তি হারিয়েছিল। মানুষের মুক্তির জন্য পিতা ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে পাঠাবেন বলে কথা দিলেন। তিনি এসে মানুষে মানুষে এবং মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন। তাই সেই মুক্তিদাতা কোন্‌দিন আসবেন, তারা তার অপেক্ষায় ছিল। আর ঈশ্বরের কথা অনুসারে একদিন যীশু সত্যিই এ জগতে আসলেন ও মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন। সে দিনটি হল, প্রথম 'বড়দিন'। এ দিনটি সত্যই 'বড়'। কারণ আমরা স্মরণ করি যীশুর জন্মদিন, আমাদের মধ্যে যীশুর আসার দিন। আমরা তাঁর বন্ধু, এজন্য আমরা সারা পৃথিবীর অন্যান্য খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ঐদিনে এত আনন্দ করি। আমাদের

কাছে যীশু হচ্ছেন, আমাদের স্বর্গীয় পিতার সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান দান।

৪। যীশু এসেছেন এবং আবার আসবেন

প্রত্যেক বছর বড়দিনের আগে আমরা একটি বিশেষ সময় বা কাল পালন করি। এ সময়কে বলে 'আগমনকাল'। আগমন মানে 'আসা' অর্থাৎ যীশু আসবার পূর্বকাল। – এটা করি কেন ? যীশু কি আসেন নি ? যীশুর জন্ম হয়নি ?

হ্যাঁ, যীশুর জন্ম হয়েছে; যীশু এসেছেন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে। তবে 'আগমনকাল' এখনও পালন করি কেন ? আমরা প্রতি বছর আগমনকাল পালন করি কারণ, যদিও যীশু আমাদের মধ্যে এসে গেছেন এবং আছেন, তবুও আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরে আবার নতুন ভাবে গ্রহণ করতে চাই। যীশু আমাদের মধ্যে আসা সত্ত্বেও আমরা অনেকবার খারাপ আচার ব্যবহার করি। যীশুকে 'না' বলে তাঁকে দূরে রাখি। যীশুর জন্মদিন পালনে আমরা মন পরিবর্তন করে যীশুকে আবার বলতে চাই ঃ "হে যীশু, আমার অন্তরে এস; আমার সঙ্গে থাক। আমি তোমাকে ভালবাসি"।

মনে আছে, সেই সুন্দর গান ঃ 'হে প্রভু যীশু, এস আমার অন্তরে'? (গানটি একসঙ্গে করি, অঙ্গভঙ্গি সহকারে)।

★ ★ ★ ★ ★ ★

৫। বড়দিনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি

বড়দিনের জন্য আমরা অনেক কিছু প্রস্তুত করি ঃ

পরবার জন্য নতুন নতুন কাপড়; সৌন্দর্যের জন্য ঘর সাজাই; গীর্জার জন্য রঙীন কাপড়, কাগজ ও ফুল; আনন্দ-স্ফূর্তির জন্য কীর্তন গান, যাত্রা, খেলাধূলা ইত্যাদি প্রস্তুত করি (এসব কথা কাটেখিষ্ট নিজে না বলে, ছেলেমেয়েদের সাথে আলাপের মধ্য দিয়ে বের করা ভাল)।

এসব আমরা করি কারণ যীশু আসছেন; তাঁকে আমরা উপযুক্ত ভাবে স্বাগতম জানাতে চাই। আর এ সবই অতি সুন্দর ! কিন্তু এ সকল প্রস্তুতি কি যথেষ্ট ?

যীশু আমাদের অন্তরে আসতে চান। এজন্য যীশুকে উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে চাইলে আমাদের অন্তরকেও ভালমত প্রস্তুত করতে হবে। দীক্ষাগুরু যোহন লোকদের কাছে উপদেশ দিতেন তারা যেন যীশুকে গ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। তিনি এভাবে উপদেশ দিতেন ঃ

"তোমারা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, কারণ তিনি আসছেন"।

সাধু যোহনের এ কথা অনুসারে বাংলাদেশের কয়েক জায়গায় খ্রীষ্টানরা কি করে, জান ?

আগমনকালের শুরুতে তারা নিজ নিজ ঘরদুয়ার পরিষ্কার করে, বাড়ীতে ঢুকবার

পথটাও পরিষ্কার করে সুন্দরভাবে সাজায়, চুণ দিয়ে নক্সা আঁকে এবং একপাশে বড় করে লেখে ঃ "প্রভুর পথ প্রস্তুত কর"।

তারা এমন করে যেন সমস্ত আগমনকালের সময় সাধু যোহনের কথা না ভুলে যায়। এই বাহ্যিক পথ সুন্দর রেখে তারা অন্তরের ঘরের পথও সুন্দর করে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেও এমনটি করলে কি ভাল হয় না ?

সাধু যোহনের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করত ঃ "তাহলে আমাদের কি করতে হবে ?"

সাধু যোহন তখন উত্তরে বলতেন ঃ

"প্রতিবেশীকে ভালবাস; অন্যায় কর না; কারও অমঙ্গল কর না বরং গরীবদের সাহায্য কর" (লুক ৩:১০, ১৪ দেখুন)।

৬। প্রভুর পথ হল, মানুষকে ভালবাসা

– যোহনের কথা তোমাদের আশ্চর্য লাগে না ?

দেখ, তিনি প্রথমে বললেন,"প্রভুর পথ প্রস্তুত কর"। আর পরে বললেন, "প্রতিবেশীকে ভালবাস"। আসলে তিনি বলেছেন যে, যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করতে চাইলে গরীবদের ভালবাসতে ও সাহায্য করতে হয় এবং যে কেউ ভাই মানুষকে গ্রহণ করে ও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, সে-ই যীশুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

"ভাইদের ভালবাসা = যীশুর পথ প্রস্তুত করা" – এ বিষয়টি ছেলেমেয়েদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে সাহায্য করব। তাদের সঙ্গে আলাপ করে খুঁজে বের করব 'প্রভুর পথ প্রস্তুত করা' –এর বাস্তব উপায় ও রূপ ঃ বাড়ীর সাহায্য, স্কুলের মনোযোগ, দয়ার কাজ, খেলার ভদ্রতা, প্রার্থনায় যোগদান ইত্যাদি। এ স্তরে 'আগমন কালের চক্রটি' ছেলেমেয়েদের কাছে দেখাব এবং তা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাব। চক্রটি চার ভাগে বিভক্ত, চার সপ্তা – চার ভাগ। প্রত্যেক সপ্তার জন্য সাতটা ঘর থাকবে, দিনের ঘর। দিনের শেষে, প্রার্থনার সময় ছেলেমেয়ে নিজ চক্র বের করে, প্রভুর পথ প্রস্তুত করার জন্য যে সুন্দর কাজ করেছে, তা দিনের ঘরে লিখবে (লেখাপড়া না জানলে, একটি চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে; যেমন বাধ্যতার জন্য একটি ক্রুশ চিহ্ন, প্রার্থনার জন্য একটি তারকা চিহ্ন, দয়ার কাজের জন্য একটি ফুলের চিহ্ন, ক্ষমার জন্য একটি হৃদয়ের চিহ্ন ... ইত্যাদি)। এ কাগজটি পূরণ করে ধর্মশিক্ষার সময় ছেলেমেয়েরা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

৭। অনেকে যীশুর অপেক্ষা করছে না

যীশু এসেছেন বলেই আমরা এত আনন্দ করছি বা করব। 'বড়দিন' কি এবং কি

জন্য, এ কথা আজকাল সবাই জানে। আমাদের দেশের মুসলমান ও হিন্দু ভাইয়েরাও জানে। তবুও তারা তো যীশুর অপেক্ষা করছে না। যীশু সবার জন্য এসেছেন...। এ দেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর বয়স চার শত বছর; তবুও খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা খুব কম। এত কম কেন ? এজন্য কি আমাদের কিছু দোষ আছে ? আমরা যে আমাদের ভালবাসা, উদার সেবা দিয়ে তাদের কাছে যীশুর প্রকৃত পরিচয় দিতে পারছি না!

আমাদের আশে পাশে অনেক মুসলমান-হিন্দু বন্ধু আছে; এ আগমনকালের সময় তাদের সঙ্গে আমরা কি যীশুর বিষয়ে বলতে পারব না ? (এ ক্ষেত্রে আমরা সবাই বাস্তবে কি করতে পারি, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেব)।

৮। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : আমরা বড়দিন পালন করি কেন ?

উত্তর : আমরা বড়দিন পালন করি কারণ সেদিন যীশুর জন্মদিন।

প্রশ্ন : আমরা যীশুর জন্য অপেক্ষা করছি কেন ?

উত্তর : আমরা যীশুর জন্য অপেক্ষা করছি কারণ তিনি আমাদের প্রিয় মুক্তিদাতা।

প্রশ্ন : আমরা কি ভাবে যীশুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব ?

উত্তর : আমরা মা-বাবা, ভাইবোন ও প্রতিবেশীকে ভালবাসব ও সাহায্য করব – এভাবে যীশুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব।

৯। বাড়ীর কাজ

– ছেলেমেয়ে একটি 'আগমনকালের মালা' তৈরী করে নিজের ঘরের বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখবে এবং প্রার্থনার সময় মোমবাতি জ্বালাবে।
– ছেলেমেয়ে নিজ নিজ ঘরের সামনের পথটি ৫ নম্বরে লেখা প্রস্তাব অনুসারে প্রস্তুত করতে পারে।
– প্রতিদিন আগমনকালের চক্রটি পূরণ করবে।

আগমনকাল

প্রতি বছর খ্রীষ্টমণ্ডলী তার আগমনকালীন উপাসনা-অনুষ্ঠানে মসীহের জন্যে এই সুপ্রাচীন প্রত্যাশা তুলে ধরে, কেননা ত্রাণকর্তার প্রথম আগমনের জন্য, তাঁর সুদীর্ঘ প্রস্তুতি সহভাগিতার মধ্য দিয়ে, বিশ্বাসী জনগণ তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য, তাদের গভীর আকাঙ্ক্ষাকে নবীকৃত ক'রে তোলে।

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ৫২৪*

বিষয় নং - ৬

প্রণাম মারীয়া, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন

সুপারিশ :
– ৮ ডিসেম্বর
– আগমনকাল
– মারীয়ার পার্বণ

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – পুণ্যময়ী মারীয়া উত্তমভাবে যীশুকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমরাও যীশুর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করব।
– যীশুর মা মারীয়ার প্রতি গভীর ভক্তি ও ভালবাসা।

আমার ছেলেমেয়ে

– ছেলেমেয়েরা শিশু বেলায় মা-বাবার কাছ থেকেই মা মারীয়াকে জানতে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শিখেছে। এ অধিবেশনটি গভীর আন্তরিকতা ও আনন্দের সঙ্গে পরিচালনা করা উচিত।
– যীশুর সম্বন্ধে তাদের ধারণা সাধারণতঃ তত স্পষ্ট নয়। তারা মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা ও যীশু এক। মা মারীয়ার পরিচয় মানুষকে যীশুর পরিচয় দিতে সাহায্য করবে।
– পুণ্যময়ী মারীয়ার সম্পর্কে কঠিন বিষয় বা প্রশ্নগুলো এ স্তরে তোলা উচিত নয়। মা মারীয়া ঈশ্বরকে খুব ভালবেসেছেন এবং আমাদের ভালবাসেন – এ ধারণা দেওয়া এখনকার মত যথেষ্ট।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

১ - পরিবেশ গঠন ঃ

মা মারীয়ার বিষয়ে কথা বলা নয়, বরং বড়দিনের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করাই হল এ পাঠের প্রধান লক্ষ্য। এ দিক থেকে মারীয়ার আদর্শ তুলে ধরা হবে।
– ধর্মশিক্ষার ঘরে মা মারীয়ার একটা মূর্তি অথবা একটা ছবি রাখব; সামনে

থাকবে ফুল এবং উপরে একটি লেখা ঃ “প্রণাম মারীয়া, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন”। ছেলেমেয়েরা প্রবেশ করে মা মারীয়ার সামনে প্রণাম করে একটি ফুল রেখে যেতে পারে।
– বিশেষভাবে মা মারীয়ার আদর্শ তুলে ধরব তাঁর দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মেয়ে; গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের মত তিনিও ঘরের কাজ করতেন, জল আনতেন, সেলাই করতেন, প্রার্থনা করতেন ...।
–পাঠের শুরুতে ‘আগমনকালের চক্র’টির বিষয়ে কাটেখিষ্ট কিছু সময় ব্যয় করবেন ঃ

তোমাদের প্রত্যেকের হাতে যে কাগজ দিয়েছিলাম, আশা করি তা তোমরা ভাল ভাল কাজ দ্বারা প্রতিদিনের ঘরগুলো পূরণ করে এনেছ। কাগজগুলো জমা দেবার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই অপেক্ষায় আছ ...।

কাগজগুলো জমা নেওয়ার সময়, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কিছু ব্যাখ্যা চেয়ে নেব, আনন্দ প্রকাশ করব ও প্রশংসা করব।
– নিজ নিজ ঘরে সামনে ‘প্রভুর পথ’ অনেকে প্রস্তুত করেছে; ‘আগমনকালের মালা’ অনেকে তৈরী করেছে... এ সম্বন্ধে আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করব।
– যীশুকে গ্রহণ করার জন্য তোমরা খুব ভাল প্রস্তুতি নিচ্ছ। এক সপ্তা পার হয়েছে, তাই আমরা আগমনকালের মালায় আজ দুটো মোমবাতি জ্বালাব।

২। আমরা মা মারীয়াকে ভক্তি করি

আজ আমাদের ঘরে নতুন কিছু দেখেছ ঃ মা মারীয়ার মূর্তি (বা ছবি)। ঘরে ঢুকবার সময় তোমরা মা মারীয়ার সামনে প্রণাম করেছ ও ফুল রেখেছ। এসব করেছি কেন ? আমরা মা মারীয়াকে ভক্তি করি কেন ? মা মারীয়ার কাছে তোমরা প্রার্থনা কর কি ? মা মারীয়া কার মা ?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেই শুনব। শেষে বলব –

ঈশ্বরের পুত্র যখন এ পৃথিবীতে এলেন, তখন তিনি আমাদের মত মানুষ হয়ে এলেন। আমাদের মত তিনি শিশু হলেন এবং আমরা জানি, প্রতিটি শিশুর দরকার একটি মা...।

৩। যীশুর মা

পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর পুত্র যীশুকে দান করতে চেয়েছেন। তখন তিনি যীশুর মা হওয়ার জন্য মারীয়াকে বেছে নিয়েছেন।

রবিবারে আমরা যখন গীর্জায় একত্রিত হই, বিশ্বাস প্রকাশের সময় আমরা কি বলি ঃ "প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কুমারী মারীয়া থেকে জন্মেছেন"। এজন্য খ্রীষ্টানরা মারীয়াকে ভালবাসে ও ভক্তি করে, কারণ তিনি হচ্ছেন ঈশ্বরের পুত্র যীশুর মা।

– তোমরা আপন মাকে খুব ভালবাস, তাই না ? মা আমাদের প্রত্যেকের কাছে সুন্দর মধুর, ভাল। ঈশ্বর নিজেই আমাদের জন্য একজন মা বেছে নিয়েছেন। আর যীশুর জন্যও তিনি একটি মা বেছে নিয়েছেন। ছোট একটি গ্রামে একজন মেয়ে বাস করত। মেয়েটি গরীব কিন্তু খুব সরল ও ভাল। সে সবাইকে সাহায্য করে; সুন্দর ভাবে প্রার্থনা করে; ঈশ্বরকে সব সময় খুশী করাই তার ইচ্ছা ...।

এখন লুক ১:২৬-৩৮ অংশ পাঠ করব অথবা নিজের কথায় পাঠটি উপস্থিত করব। পাঠটি সংক্ষিপ্ত করা যায়।

৪। মারীয়া বলেছেন, "হ্যাঁ, প্রভু"

ঈশ্বর মারীয়ার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তুমি কি আমার পুত্র যীশুর মা হতে রাজী আছ ? মারীয়া সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে খুব ভালবাসতেন এবং অন্তরে ঈশ্বরের কথা শুনে তিনি তা পালন করে চলতেন। এবার মারীয়া উত্তরে বললেন ঃ "হ্যাঁ, প্রভু, আমি রাজী এবং প্রস্তুত। তুমি যেমন বলেছ সেই ভাবে হোক"।

তখনই যীশু মা মারীয়ার অন্তরে স্থান নিলেন এবং অন্যান্য শিশুর মত তাঁর গর্ভে দশ মাস ছিলেন। মা মারীয়া অতি খুশী মনে যীশুকে গ্রহণ করেছেন ও গর্ভে ধারণ করেছেন। মা মারীয়ার একটি মাত্র ইচ্ছা ঃ সেই দিনটি কখন আসবে যখন তিনি নিজের চোখে যীশুকে দেখতে পাবেন এবং নিজের কোলে রেখে আদর করবেন। সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে মা মারীয়া সুখী ও পবিত্রা মা। তিনি কোনদিন প্রেমময় ঈশ্বরকে 'না' বলেন নি বরং উদার মনে সব সময় 'হ্যাঁ' বলেছেন। এজন্য দূত তাঁকে বললেন ঃ

"ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন"। এজন্য আমরাও মা মারীয়াকে ভালবাসি এবং সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল, পবিত্রা ও ধন্যা বলে সম্মান করি।

৫। আমরাও বলি ঃ "প্রণাম মারীয়া"

আমি জানি, তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা মারীয়ার ছবি আছে এবং মা-বাবা ও ভাইবোনের সঙ্গে তাঁর সামনে প্রায়ই প্রার্থনা কর, তাই না ?

– তোমাদের ঘরে যে ছবি আছে, এতে মা মারীয়া দেখতে কেমন ? আমরা সবাই বিশেষ ভাবে একটি প্রার্থনা ব্যবহার করতে ভালবাসি। সেই প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার কাছে স্বর্গদূতের কথা আবার শোনাই। এ প্রার্থনাটি একসঙ্গে একবার বলি।

চালক : মা মারীয়া, পিতা ঈশ্বর তোমাকে জানেন ও ভালবাসেন। এজন্য আমরা তোমায় ভক্তি করে বলি –

সকলে : প্রণাম মারীয়া।

চালক : হে মারীয়া, তুমি অতি সুন্দরী, পবিত্রা ও পুণ্যময়ী মাতা। এজন্য তোমাকে বলি –

সকলে : প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা।

চালক : হে মারীয়া, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন কারণ তুমি যীশুর মা হয়েছ। এজন্য তোমাকে বলি –

সকলে : প্রণাম মারীয়া, প্রভু তোমার সহায়।

চালক : মা মারীয়া তুমি সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেছ। এজন্য তোমাকে বলি –

সকলে : প্রণাম মারীয়া, তুমি নারীদের মধ্যে ধন্যা।

চালক : হে মারীয়া, তুমি আমাদের কাছে যীশুকে দান করেছ। তিনি আমাদের মুক্তিদাতা। এজন্য তোমাকে বলি –

সকলে : প্রণাম মারীয়া, তোমার গর্ভের ফল যীশুও ধন্য।

চালক : মা মারীয়া যীশুর সঙ্গে আছেন। তিনি যেমন যীশুকে ভালবাসেন তেমনি আমাদেরও আপন সন্তানের মতই ভালবাসেন। তাই আমরা তাঁকে বলি –

সকলে : হে পুণ্যময়ী মারীয়া, ঈশ্বরের জননী, আমরা পাপী। এক্ষণে ও আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর, আমেন।

গান ঃ 'জানি,যীশু মুক্তিদাতা' – ধুয়ো ও ১ম পদ (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ৪)।

৬। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : আমরা মা মারীয়াকে ভালবাসি ও ভক্তি করি কেন ?

উত্তর : মা মারীয়াকে আমরা ভালবাসি ও ভক্তি করি কারণ তিনি যীশুর মা এবং সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে চলেছেন।

প্রশ্ন : দূতের কথার উত্তরে মারীয়া কি বললেন ?

উত্তর : মারীয়া উত্তরে বললেন , "আমি প্রভুর দাসী; প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক"।

বিষয় নং -৭

প্রভু আসছেন ঃ আনন্দ করি

সুপারিশ :
– ডিসেম্বর মাসে
– আগমনকাল
– বড়দিনের প্রস্তুতি
– দুই অধিবেশনে

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – যীশুকে গ্রহণ করার উৎসাহ ও আনন্দ জাগানো।
– বড়দিন উৎসবের জন্য বাহ্যিক ও অন্তরে উভয় প্রস্তুতি নেওয়া।

আমার ছেলেমেয়ে

– বড়দিন হল আনন্দের উৎসব। এ আনন্দ কিন্তু খ্রীষ্টীয় আনন্দ হওয়া উচিত অর্থাৎ, আমাদের মুক্তিদাতা যীশু এসেছেন বলেই আনন্দ ! একথা ছেলেমেয়ে এবং বয়স্ক আমরাও সহজে ভুলে যাই। ধর্মশিক্ষা ও উপাসনার সময় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয় যেন আমাদের আনন্দের প্রকৃত কারণ আমাদের সামনে থাকে।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

দ্রষ্টব্য ঃ এ পাঠ দু'দিনে করতে হবে (প্রথম দিন ১–৪, দ্বিতীয় দিন ৫–৭)।

১। পরিবেশ গঠন

– আগমনকালের মালায় তিনটে মোমবাতি জ্বালিয়ে বলব যে, আর বেশী দেরী নেই; যীশুর জন্মের সময় এসে গেছে। তিনি আমাদের অন্তরের আলো।
– আগমনকালের চক্রটির গত সপ্তার কাগজগুলো জমা নেব ও দেখব, ছেলেমেয়েরা কত আগ্রহের সঙ্গে যীশুর জন্য অন্তরের পথ প্রস্তুত করছে।
– গোশালার জন্য মাটির মূর্তি বা কাগজের ছবিগুলো প্রস্তুত করে রাখব।

২। যীশুর জন্ম এইভাবে হয়েছে ...

আমরা যীশুর জন্মের জন্য বেশ কিছুদিন থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছি। সাধু যোহনের কথা

অনুসারে নিজের ঘরের সামনে "প্রভুর পথ" প্রস্তুত করেছি; মা মারীয়ার মত আমরা প্রত্যেকদিন 'হ্যাঁ' বলতে চেষ্টা করেছি এবং আমাদের ভাল ভাল কাজ দিনের শেষে কাগজেও তুলেছি ...।

বড়দিন প্রায় এসে গেছে। তাই আমরা আজ শুনব, যীশুর জন্ম কেমনভাবে হয়েছে। যীশুর জন্মের কথা সমস্ত পৃথিবীতে বড়দিনের রাতে সকল গীর্জায় পাঠ করে শোনানো হয়। আমরা তা আজও শুনব এবং যীশুকে আমাদের দান করেছেন বলে পিতা ঈশ্বরকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দেব।

লুক ২:১-২০ পাঠ করব অথবা নিজের কথায় ব্যক্ত করব এবং মাঝে-মধ্যে প্রধান বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যাও দেব; বিশেষভাবে –
– মারীয়া ও যোসেফের ভালবাসা, আনন্দ, যত্ন,
– রাখালদের সরলতা ও উদার মন,
– আমাদের সকলের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা।
শেষে 'জয় পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বলোকে জয়' অথবা বড়দিনের একটি গান করব। তারপর বড়দিনের গভীর অর্থ বুঝবার জন্য আরও ব্যাখ্যা দেব।

৩। এই শিশুটি কে ?

– পৃথিবীতে প্রতিদিন কতজন শিশুর জন্ম হয়, তা জান ?

না, না; তার চেয়ে অনেক বেশী। আধুনিক পত্রিকাগুলোতে বলে যে, আজকাল সারা দুনিয়াতে প্রতিদিন ২ লক্ষ শিশু জন্মায় ! তারা ছেলে ও মেয়ে, বিভিন্ন রঙের, ভিন্ন ভিন্ন দেখতে ... কিন্তু প্রত্যেক শিশুর আছে একজন মা ও বাবা, যারা শিশুটিকে আনন্দের সঙ্গে ভালবাসে ও আদর করে।

তবুও আপন পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী ছাড়া তাদের অধিকাংশকে আর কেউ চেনে না, তাদের জন্মের কথাও শোনেনি। তাদের অনেককে গরীব পরিবারে জন্মায়; অনেকে অল্প বয়সে মারা যায় ...। আর কয়েকজন ধনীর সন্তান, রাজার সন্তান; তাদের খবরাখবর রেডিওতে প্রচার করা হয়, তাদের সম্বন্ধে অনেক বলাবলি হয় ...।

কিন্তু এ পর্যন্ত কোন শিশুর সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়নি যে –

"আমি তোমাদের কাছে এক বড় আনন্দের খবর দিচ্ছি এবং এ আনন্দ সমস্ত বিশ্বের জন্য ঃ আজ খ্রীষ্ট প্রভু তোমাদের মুক্তিদাতা জন্মেছেন!" এ কথা কেবলমাত্র যীশু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাঁর জন্মের খবর পেয়ে আমরাও বড় আনন্দিত !

৪। যীশু, আমাদের মুক্তিদাতা

– 'মুক্তিদাতা' মানে কি ? মুক্তিদাতা কাকে বলা হয় – এ বিষয়ে তোমরা কি কোন দৃষ্টান্ত দিতে পার ?

ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। তাদের দেওয়া দৃষ্টান্তের পর কাটেখিষ্ট নিজেও একটা দেবেন, যেমন –

এক গরীব মা। তার ছোট ছেলের ভীষণ অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা প্রায়। চিকিৎসা করবার কোন সম্বল তার নেই। এ অসহায় অবস্থায় মা বাচ্চাটি কোলে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে লাগল। এভাবে একটি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলে ছোট একটি মেয়ে দরজা খুলতে এল। মেয়েটি বাচ্চা ও মায়ের অবস্থা দেখে বাবাকে ডাকতে গেল ঃ আব্বা, আব্বা, তাড়াতাড়ি এস। মেয়েটির বাবা একজন ডাক্তার। তিনি মা ও শিশুকে আশ্রয় দিলেন। পরের দিন হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সেই গরীব মায়ের কাছে একটি পয়সাও চান নি ...।

ডাক্তারটি হলেন সেই মা ও শিশুর 'মুক্তিদাতা' কারণ তিনি আপনজনের মত তাদের ভালবেসেছেন ও সেবাযত্ন করেছেন।

★ ★ ★ ★ ★ ★

৫। যীশু আজ আমাদের মুক্ত করতে আসছেন

আজ দু'হাজার বছর পর, যীশুর জন্মের সুখবর শুনে আমরাও বেথলেহেমের রাখালদের মত গভীর আনন্দ পাচ্ছি। আমরাও রাখালদের মত শিশু যীশুর কাছে যেতে চাই। তাঁকে স্বাগতম জানাব ও আরাধনা করব, কারণ আমরা জানি, যীশু হচ্ছেন পিতা ঈশ্বরের পুত্র ও আমাদের মুক্তিদাতা।

রাখালরা গিয়ে কি কি দেখেছে, তা আমরা এখন একসঙ্গে করব, কেমন ?

আগে থেকে তৈরী করা মাটির মূর্তি বা কাগজের ছবিগুলো বের করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটি গোশালা তৈরী করব। সর্বপ্রথমে উঁচুতে একটি রঙীন লেখা টাঙ্গাব, "আজ আমাদের মুক্তিদাতা জন্মেছেন"। তারপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি, কে, কোন্ স্থানে রাখব – এ বিষয়ে আলোচনা করে সকলের সহযোগিতায় গোশালাটি তৈরী করব। কাটেখিষ্ট নিজে সব কিছু করবেন না; ছেলেমেয়েদের করতে দেবেন। তিনি কিন্তু প্রতিটি ছবি বা মূর্তির জন্য একটু ব্যাখ্যা দেবেন। শেষে বলবেন –

দেখ, কত সুন্দর হয়েছে ! এই ভাবে একটি ছোট গোশালা তোমরাও নিজ নিজ ঘরে তৈরী করতে পার, তাই না ? মা-বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে তৈরী কর। আমি বড়দিনের দিন তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে দেখব এবং কিছু পুরস্কারও দেব !

এখন চিন্তা কর, যীশুর কাছে কাদের দেখতে পাচ্ছি ? কোন রাজা নেই, বড়লোকও নেই...। শুধু সাধারণ সরল লোক ঃ রাখালরা, তাদের পরিবার ও ছেলেমেয়ে। যীশু সবার জন্য এসেছেন; সবাই কিন্তু যীশুকে স্বাগতম জানাতে ছুটে যায়নি।

৬। আর আমরা কি করব ?

যীশু আবার আমাদের মধ্যে আসছেন ঃ আমরা অনেক কিছু প্রস্তুত করেছি। যা কিছু বাকী রয়েছে, তা আমরা সবাই মিলে করতে চেষ্টা করব, কেমন ! বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকে কি কি করার দরকার, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে তালিকা তৈরী করব এবং তা সম্পাদনের জন্য কে, কি করবে (পাড়া সাজানো, গীর্জা সাজানো, অনুষ্ঠানের গান, পাঠ, সেবক ইত্যাদি প্রস্তুত...) তা স্থির করব। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময়সূচীও সকলকে জানাব।

পরবর্তী লিখিত বড়দিনের নাটিকাটি অভিনয় করতে চাইলে, তার জন্যও প্রস্তুতি নেবেন।

৭। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : রাখালদের কাছে স্বর্গদূত কি সুখবর দিয়েছিলেন ?

উত্তর : রাখালদের কাছে স্বর্গদূত বললেন : "বড় আনন্দের খবর তোমাদের দিচ্ছি ঃ আজ খ্রীষ্টপ্রভু তোমাদের মুক্তিদাতা জন্মেছেন!"

প্রশ্ন : যীশুর জন্মে স্বর্গদূতেরা কি গান গেয়েছেন ?

উত্তর : যীশুর জন্মে স্বর্গদূতেরা গেয়েছেন ঃ "স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা হোক এবং পৃথিবীতে শান্তি হোক"।

বড়দিন – যীশুর জন্মদিন

যীশু এক দরিদ্র পরিবারে, ক্ষুদ্র গোশালায় জন্ম নিয়েছিলেন। সরলমনা রাখালেরা ছিল এই ঘটনার প্রথম সাক্ষী। এই দরিদ্রতার মধ্যে স্বর্গের মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই রাতের মহিমা গান করতে খ্রীষ্টমণ্ডলী কখনো ক্লান্ত হয় না :

অনন্তকে কুমারী আজিকে আনিল ধরাতে, অনভিগম্য প্রভুকে ধরা রাখিল গুহাতে।
স্বর্গদূত ও রাখালেরা তাঁর বন্দনা গায়, আর পণ্ডিতেরা এগিয়ে চলে তারার ইশারায়,
আমাদের তরে জন্ম নিলে তুমি, ছোট্ট শিশু, শাশ্বত ঈশ্বর !

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ৫২৫*

অভিনয় ঃ

চর্মকারের বিশ্বাস

সুপারিশ :
– বড়দিনের নাটিকা
– ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা
– দ্বিতীয় শ্রেণী

ঘোষক : (নেপথ্যে)

এক সময় কোন এক শহরে এক গরীব চামার ও তার স্ত্রী বাস করত। তারা ছিল খুবই গরীব। দিন দিন তারা এমনই দুরবস্থায় বাস করছিল যে, তাদের দৈহিক অবস্থা দেখলেই তা বুঝা যেত। এই বিরাট পৃথিবীর এক অজানা কোণে দীর্ঘদিন ধরে তারা এমন অবস্থায় পড়ে ছিল। সাধারণের কাছে তারা নিষ্কর্মা ও একেবারেই মূল্যহীন বলে অবহেলিত ছিল। তারাই এখন আমাদের চোখের সামনে। আসুন, আমরা আমাদের সজাগ দৃষ্টি দিয়ে দেখি ও মন দিয়ে শুনি কি ভাবে তারা তাদের দৈনিক খাবার যোগাড় করত ...।

"দৃশ্য ১"

(ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীতের রাত। জুতার একটি দোকান। চামার এক টুকরা চামড়া বগলের নীচে চেপে ধীরে ধীরে দোকানে প্রবেশ করে। ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মাথায় তার এক ছেঁড়া টুপি। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বেঞ্চের উপর হঠাৎ বসে পড়ে। তার স্ত্রী অন্য দিক থেকে থালায় করে তার জন্য রুটি নিয়ে আসে)

স্ত্রী : আচ্ছা, আজ তুমি সারাদিনই বাইরে ছিলে, আর এই মাত্র ফিরলে, সঙ্গে তো দেখছি কোন খাবারও আননি, আজ আমরা কি খাব ?

চামার : আহা, লক্ষ্মী আমার, রাগ করছ কেন ? আমরা কথা না শুনেই বক্ বক্ শুরু করলে ?

স্ত্রী : বক্ বক্ কি আর সাধে করছি ? পেটে জ্বালা থাকলেই বক্ বক্ করে। তা তুমি কি বলতে চাও, বল দেখি ? তোমার কথা শুনলে কি আমার পেট ভরবে ?

চামার : আঃ, আগে শোনই না। আজকের দিনটা বড় কষ্টে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা পাহাড়ে গেলাম, সেখান থেকে এক বোঝা কাঠ কুড়িয়ে বাজারে নিয়ে গেলাম বিক্রি করতে। ঠাণ্ডার মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর এক ভদ্রলোক এসে কাঠের বোঝাটি কিনে নিলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল, বোঝাটা তাদের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে হল। যা দাম পেলাম, তা-ই দিয়ে এ চামড়াটুকু কিনেছি। এ দিয়ে দু'জোড়া জুতো তৈরী করতে পারলেই যথেষ্ট, কি বল ?

স্ত্রী : আচ্ছা, তাই কর। আর শোন, তোমার জন্য একটা মস্তবড় সুখবর আছে। তার আগে এই শেষ রুটির টুকরোটা গিলে নাও।

চামার : আহা, অত রাগ করে বলছ কেন ? খবরটা কি, আগে সেটাই একটু মিষ্টি করে বল।

স্ত্রী : আহা ! কথার ঢং দেখ, গা জ্বলে যায়। খবর হচ্ছে, ঘরে খাবার বলতে কিছু নেই। কাল থেকে বাতাস খেলেই চলবে।

চামার : ওঃ, এই কথা। শোন, এ পর্যন্ত তো ক্ষুধায় মরিনি। আর তা ছাড়া আমাদের একটা সুন্দর ঘর আছে, শরীর গরম রাখার জন্য আগুন আছে; যে অবস্থায় আছি, এটাকে এতখানি খারাপ ভাবা ঠিক নয়। এতে স্বর্গীয় পিতা অসন্তুষ্ট হন। তিনি তো সবই দেখেন, এমন কি শেষ রুটির টুকরোটি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তিনি জানেন আমাদের কি প্রয়োজন।

স্ত্রী : রাখ, তোমার স্বর্গীয় পিতা। তিনি তো আমাদের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। দেখছ না, আজকাল আমাদের এ দোকানে কোন খরিদ্দার আসে না ?

চামার : এ তোমার ভুল ধারণা। স্বর্গীয় পিতা কোন দিনই কাউকে ত্যাগ করেন না। আমাদেরও করেননি।

স্ত্রী : তোমার মুখে শুধু ঐ এক কথাই শুনি। তিনি যদি আমাদের ভুলে না যাবেন, তা হলে আমাদের এ দশা হবে কেন ? আমাদের একটা ছেলেমেয়েও তিনি দিলেন না। বলি, বুড়ো বয়সে আমাদের কে দেখাশুনা করবে ?

চামার : এতখানি ভেঙ্গে পড়া ঠিক নয়। দেখবে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়দিনের তো আর বেশী দেরী নেই। এর মধ্যে আমি খুব সুন্দর করে দুই জোড়া জুতো তৈরী করব। কেউ না কেউ অবশ্যই তা কিনবে। খুব ভাল দামে বিক্রি করব...

স্ত্রী : থাক, থাক; তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, না জানি কত হাজার টাকায় জুতো জোড়াটি বিক্রি করেছ। তুমি তো সেই ব্রিটিশ আমলের জুতো বানাবে, যা আজকালকার যুগে অচল। আধুনিক যুবকরা সব ডিস্কো জুতো পরে, তোমার ঐ পুরানো আমলের ফ্যাশান কেউ পছন্দ করবে না।

চামার : হ্যাঁ, তোমার কথাটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা, আমি আপাততঃ চামড়া কেটে রাখছি। ভোরে উঠে সুন্দর করে দু'জোড়া জুতো তৈরী করব। আর সব সময় মনে রেখ –"প্রতিটি নতুন দিনে ঈশ্বর নতুন কৃপা আমাদের দান করেন"। এটা

বাইবেলেরই কথা।

স্ত্রী : হুঁ! শেষ পর্যন্ত বলতে পারি, তোমার মত আহম্মক দুনিয়ায় আর একটাও নেই।

চামার : আঃ, থামবে ! তোমার মত ঝগড়াটে মহিলা আর তো দেখিনি !

স্ত্রী : যাই বল না কেন, ঘরে কোন খাবার নেই। তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা কর। *(স্ত্রী প্রস্থান করে। চামার কিছুক্ষণ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জুতোর জন্য চামড়া কাটতে বসবে। ইতিমধ্যে ঘোষক নেপথ্যে গুরুগম্ভীর স্বরে বলবেন ঃ)*

ঘোষক ঃ আমাদের এই চর্মকার ভাইটি ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী মানুষ। তার জীবন নীতি হল ঃ "এমন ভাবে বিশ্বাস করে, কেমন যেন ঈশ্বরের উপর সবকিছু নির্ভর করে এবং এমন ভাবে কাজ করে, কেমন যেন সব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে"। তাই দৃঢ় আশা ও বড় যত্ন সহকারে সে দুই জোড়া জুতা বানাবার জন্য চামড়া কাটছে। তারপর টুকরোগুলো টেবিলের উপর রেখে শুয়ে পড়বে। বিশ্রামের পর আগামী দিন খুব ভোরে উঠে আবার জীবন লড়াই শুরু হবে। ওরা ঘুমুচ্ছে কিন্তু আমরা ঘুমাব না। যে আশ্চর্য কাজ এখন হতে যাচ্ছে, তা আমরা স্বচক্ষে দেখব, কেমন ।

"দৃশ্য ২"

(গভীর রাত। চামার ও তার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে। নেপথ্যে বড়দিনের গান শোনা যাবে। হঠাৎ দুটো ছেলেমেয়ে চুপি চুপি ঘরে প্রবেশ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি চামারের জুতোজোড়া সেলাই করে চলে যায়।)

স্ত্রী : ওগো শুনছ ! ও কিসের শব্দ ?

চামার : কই, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। হয়ত কোন ইঁদুর খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্ত্রী : তা হলে ও ঠিক পথ ভুল করে এসে পড়েছে। আমাদের ঘরে খাবার কিই-বা আছে, যে তা খাবে।

চামার : বেচারা ইঁদুর ! *(পাশ ফিরে চামার আবার ঘুমায়। সকালে উঠে জুতা দেখে আশ্চর্য হয়ে স্ত্রীকে ডাক দিতে থাকবে)।* ওগো, শুনছ ! আরে কইগো ? কী মরণের ঘুম রে বাবা, শীগ্‌গির ওঠ।

স্ত্রী : সকাল হতে না হতে কি চেঁচামেচি শুরু করলে ? কি হল তোমার ?

চামার : দেখ, দেখ, এত সুন্দর জুতা জোড়া এখানে এল কি করে ? এ সত্যি দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি ! (নিজের গালে চড় মেরে পরীক্ষা করবে)।

স্ত্রী : দেখি, দেখি ! (হাতে নিয়ে) বাঃ ! সত্যিই তো, কি চমৎকার জুতা ! আর একেবারে হাল ফ্যাশানের, ডিস্‌কো।

চামার : আমার কিন্তু আশ্চর্য লাগছে না। কারণ ঈশ্বরের তৈরী জুতা তো আধুনিক ফ্যাশানেরই হবে।

স্ত্রী : বাজে কথা বলো না। তুমি কি জান যে, এই জুতা ঈশ্বর তৈরী করে দিয়েছেন ?

চামার : তবে কে তৈরী করেছে ? তুমি করেছ ?

স্ত্রী : (রাগতস্বরে) হ্যাঁ, আমি তৈরী করেছি ...

চামার : ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে আমাদের অনর্থ কথা বলা উচিত নয়।

স্ত্রী : ঠিক আছে। যদিও আমি এগুলো তৈরী করি নি, কিন্তু আধুনিক ফ্যাশনের জুতা তৈরীর বুদ্ধি আমিই তোমাকে দিয়েছি।

চামার : আচ্ছা থাক, ওসব কথা। দেখ, এ জুতা জোড়া যে কেউ একবার দেখবে সে না কিনে পারবেই না। *(চামার জুতো জোড়া সাজিয়ে রাখে, একটু পরে দু'জন যুবক-যুবতীর প্রবেশ)*

যুবক : বাঃ, খুব সুন্দর জুতা তো ! মনে হচ্ছে নাচের জুতা, কি বল, তাই না ? আমরা কি দেখতে পারি ?

চামার : নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আগে দেখতে হবে, আপনাদের পায়ে এ জোড়া লাগবে কিনা।

যুবতী : আরে সত্যিই কি সুন্দর! দেখ, কি চমৎকার এর সেলাই!

চামার : আগে পায়ে দিয়ে দেখুন, আপনাদের পায়ে হবে কিনা। *(দু'জনেই জুতা পায়ে দেবে। জুতা পরে তারা একসঙ্গে নাচতে শুরু করবে।)*

যুবতী : এ জুতা পরে কেমন যেন ... কেমন যেন স্বর্গদূতের মত শূন্যের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

যুবক : আচ্ছা, নাচ করে দেখি তো। *(দু'জনই নাচ করে। চামার ও তার স্ত্রী অবাক হয়ে দেখে)।*

যুবতী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দর। খুবই চমৎকার।

যুবক : কত দাম এর ?

চামার : বেশী আর দাম কই, আশি টাকা, সাব।

স্ত্রী : তার মানে আমার স্বামী বলতে চাচ্ছেন, একেকটা চল্লিশ টাকা।

যুবক-যুবতী : (একসঙ্গে) এত কম !

যুবক : বুঝতে পেরেছি, তুমি একজন সৎ লোক। এই নাও ছয়শ' টাকা। আর আমাদের এই পুরানো জুতা জোড়া তুমি ফেলে দিও। আসি কেমন। (প্রস্থান)

চামার : দেখেছ ঈশ্বরের কি দয়া ! তুমি তো রাতদিন শুধু বকাঝকা কর। আমি এই

টাকা দিয়ে আরও চামড়া কিনব। আর বড়দিনের বাজারও করব।

স্ত্রী : ওগো! আমার কি মনে হচ্ছে জান? গত রাতে যখন শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন মনে হয় আমি একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়েকে দেখেছি। ঘুমের ঘোরে দেখেছি বলে স্পষ্ট মনে পড়ছে না। ওরা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর। মনে হয় ঈশ্বরই ওদের পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাজে সাহায্য করাতে। আমার কি মনে হচ্ছে জান? ছেলেটি তোমার, মেয়েটি আমার। ওদের গায়ে ছেঁড়া কাপড় ছিল, পায়ে কোন জুতা ছিল না। আমি ভেবেছি ওদের জন্য গরম জামা-কাপড় তৈরী করব, আর তুমি দু'জোড়া জুতা তৈরী করবে। তা হলে ওরা শীতের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

চামার : (স্ত্রীকে কাছে নিয়ে) তুমি এতদিনে ঈশ্বরের দয়া বুঝতে পারলে। যা হোক, আজ ওদের জন্য কাজ রেখে দেব না। কারণ আজ বড়দিনের রাত, পবিত্র রাত। আজ ত্রাণকর্তার জন্মের রাত। ওদের জন্য আমরা আজ রেখে দেব গরম কাপড় ও জুতা।

স্ত্রী : আমরা আড়াল থেকে দেখব ওরা কি করে। উঃ, কখন যে সে সময় আসবে।

(মধ্য রাতে ছোট ছেলেমেয়ে দু'টি এসে আনন্দের সাথে বড়দিনের উপহার গরম জামা ও জুতা পরে। চামার ও তার স্ত্রী আড়াল থেকে দেখে। এ সময় বড়দিনের গান কিংবা যন্ত্রসংগীত পরিবেশিত হবে। ধীরে ধীরে পর্দা নামবে এবং ঘোষক বলবেন ঃ)

ঘোষক : হাজার বছর আগে প্রবক্তা এলিয় এক দরিদ্র বিধবাকে কথা দিয়েছিলেন যে, তার বস্তার ময়দা ও পাত্রের তেল বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফুরাবে না, যদি সে তাকে সামান্য রুটি ও জল খেতে দেয়।

আর অসহায় বিধবা মা ঋণে পড়েছিল। মহাজন তার দুই ছেলেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তখন প্রবক্তা ইলীশায় তাকে কথা দিলেন, তার পাত্রের তেল ফুরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার সমস্ত তেলের পাত্রগুলো তেল ভর্তি না করে। আমাদের চর্মকারের এ গল্পটি এবং পবিত্র বাইবেলের এ দুটো কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। আমাদের জীবনেও এ রকম ঘটনা ঘটাতে পারি যদি আমরা বিশ্বাস সহকারে প্রভু পরমেশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর করি এবং আমাদের কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করি। এতদিন ঈশ্বরের কাছ থেকে শত শত দান পেয়েছি, সে সকল দানের জন্য এবং আমাদের মুক্তিদাতা যীশুর জন্য আমাদের চর্মকার ও তার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

(সবাই উঠে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতার গানে যোগদান করবে এবং চর্মকার ও তার স্ত্রী গানের তালে তালে নাচ করবে)।

ধর্মানুষ্ঠান ঃ

এস, যীশুকে স্বাগতম জানাই

সুপারিশ ঃ
– ২৪ ডিসেম্বর রাতে
– বড়দিনের পরবর্তী অধিবেশনে

দ্রষ্টব্য ঃ নিম্নের ধর্মানুষ্ঠানটি ২৪ ডিসেম্বর রাতে উপাসনার শুরুতে করা যেতে পারে। গোশালার জন্য সব কিছু প্রস্তুত, কেবল মূর্তিগুলো বসানো বাকী। এটা অভিনয় নয়, ধর্মানুষ্ঠানই। সুতরাং ভক্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে পরিচালনা করা উচিৎ। উপস্থিত সকলে যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে এসেছেন।

গান ঃ 'জানি, যীশু মুক্তিদাতা' (পরিশিষ্টে-গ দেখুন, নং ৪)

চালক : আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আমরা অপেক্ষায় আছি; প্রেমময় পিতা ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁর পুত্র যীশুকে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন – তাঁর অপেক্ষায় আমরা আছি।

সারা আগমনকাল আমরা যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করেছি। আজ আমাদের কাছে এই সুখবর ঃ

প্রভু যীশু আমাদের মধ্যে এসেছেন।
তিনি বেথলেহেমে জন্মেছেন।
আমরা সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য সকল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আনন্দে আনন্দিত।

তাই আমরা আমাদের আনন্দ আজ এ গোশালার সামনে প্রকাশ করতে চাই।

ছোট ছেলেমেয়ে গোশালার দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। ছয়জন ছেলে/মেয়ে হাতে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গোশালার সামনে লাইন করে থাকবে ঃ স্বর্গদূত, বিচালী, রাখাল, মা মারীয়া, সাধু যোসেফ, শিশু যীশু। পর পর তারা তাদের উপাদানগুলো চালকের হাতে দিয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কাছে যাবে।

১ম ছেলে ঃ স্বর্গদূত

চালক : যীশু, স্বর্গদূতদের প্রভু। স্বর্গে তারা তাঁর সামনে নত হয়ে গান করে থাকেন ঃ

পুণ্য, পুণ্য, পুণ্য। আমরাও তাদের সঙ্গে এক হয়ে যীশুর আরাধনা করি।

১ম মেয়ে ঃ বিচালী

চালক : যীশু একটি গোয়াল ঘরে জন্মাতে চেয়েছেন। তাঁর মা মারীয়া তাঁকে জাবপাত্রে শুইয়ে রেখেছেন। যীশু গরীবদের ভালবাসেন। একদিন তিনি প্রচার করবে ঃ "গরীব যারা, তারাই ধন্য"।

২য় ছেলে ঃ সাধু যোসেফ

চালক : যীশু পিতা ঈশ্বরের পুত্র। সাধু যোসেফ অতি আদর ও যত্ন সহকারে যীশুকে পালন ও রক্ষা করেছেন, মানুষ করেছেন ও তাঁকে কাজ শিখিয়েছেন। যীশু তার বাধ্য ছিলেন।

২য় মেয়ে ঃ মা মারীয়া

চালক : যীশুর মা, পুণ্যময়ী মারীয়া। দেখ সবাই, তিনি যীশুর সামনে হাঁটু পেতে আরাধনা করছেন। তার সন্তান স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান। যীশুই তাঁর নাম, জগতের মুক্তিদাতা। আমরাও মা মারীয়ার মত নত হয়ে যীশুর আরাধনা করি।

৩য় ছেলে ঃ রাখালেরা

চালক : সবই তো প্রস্তুত। স্বর্গদূতের ডাকে রাখলেরা আসে। তারা অতি আনন্দের সঙ্গে যীশুর জন্মের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে এবং যীশুকে ভক্তি ও আদর করেছে। তারা গরীব কিন্তু তাদের মন অনেক বড়। এজন্য তারা সঙ্গে করে তাদের উপহার নিয়ে এসেছে ঃ দুধ, রুটি, গরম কাপড় ...।

আমরাও যীশুর জন্য অনেক উপহার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আন্তরিকতার সঙ্গে সে সকল দান যীশুকে দেব।

৩য় মেয়ে : ধীরে ধীরে এসে **শিশু যীশুকে** বিচালীর উপর রাখে।

চালক : এস, রাখালদের সঙ্গে যীশুকে স্বাগতম জানাই।

গান করি ঃ 'আজ শুভ বড়দিন ভাই, আজ শুভ বড়দিন'।

গান শেষে পরিচালক লুক ২:১-১৪ সুসমাচার পাঠ করবেন ও ব্যাখ্যা দেবেন। তারপর শোভাযাত্রা করে সবাই যীশুকে চুম্বন করবে ও তাদের উপহার দান করবে। এ রাতের উপহারগুলো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হোক, গরীব ভাইয়েরাও যেন বড়দিনের আনন্দ উদ্‌যাপন করতে পারে।

বিষয় নং - ৮

যীশুর পরিবার ও আমাদের পরিবার

সুপারিশ :
- *বড়দিনের পরবর্তী রবিবার*
- *পবিত্র পরিবার*
- *পরিবার দিবস*

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – তাঁর পারিবারিক জীবনে যীশু, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত বড় হন। তাই তিনি প্রত্যেক ছেলেমেয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছেলেমেয়েদের বালক যীশুর সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চাই ঃ "দেখ, যীশু তোমারই মত একটি ছেলে, তাঁর মত হতে তোমার ইচ্ছা করে না ? যীশু আমাদের দেখান, ঈশ্বরের সন্তান কেমন জীবন কাটায়, কেমন কাজ ও ধর্ম করে"।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

১। আমাদের পরিবার

আমরা প্রত্যেকেই পরিবারের মধ্যে বাস করি। পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে, তা বর্ণনা করতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করব –

- কে কাজ করতে যায় এবং সকলের জন্য টাকা পয়সা আয় করে ?
- কে বাড়ীতে থাকে এবং বাড়ীর সমস্ত কাজ করে থাকে ?
- শিক্ষা নেওয়ার জন্য ও বড় হওয়ার জন্য কে স্কুলে যায় ?

অন্য কিছু অপেক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তিদের "মনোভাব" আলোকিত করতে চেষ্টা করব। যেমন – স্নেহ, সেবা, বাধ্যতা, আত্মদান, সাহায্য ইত্যাদি।

২। যীশুর পরিবার

যীশুও আমাদের মত, তাঁর নিজ পরিবারে জীবন যাপন করতেন। যীশুর জন্ম হয়েছিল বেথলেহেমে। তাঁর জন্মের পর কিন্তু মারীয়া ও যোসেফ তাঁর নিজের গ্রাম নাজারেথে ফিরে গেলেন। নাজারেথ হল পাহাড় অঞ্চলের একটি ছোট গ্রাম (বলতে বলতে গ্রামের ছবি আঁকব বা দেখাব)। চারদিকে ভেড়া চরাবার জন্য অনেক সবুজ মাঠ।

গ্রামের কাছে জলপাই ও ডুমুর গাছ। যীশুর গ্রামের বাসিন্দারা গরীব ও সরল ঃ ভেড়া চরায়, জমি চাষ করে, ক্ষেতখামারে কাজ করে, কয়েকজন দোকানদারীও করে। ছোট ছোট সাদা রঙের ঘর। এই দেখ একটা ঘর ঃ একটা দরজা, কয়েকটা জানালা এবং পাশে একটি সিঁড়ি, ঘরের ছাদ পর্যন্ত। সন্ধ্যার দিকে ছাদে বসে লোকেরা ঠাণ্ডা বাতাস খায়।

– তোমাদের কি মনে হয়, যীশু কি করতেন ?

ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। তারা যদি অদ্ভুত ধরনের কিছু বলে, তা সংশোধন করব। ভাল ভাল কথাগুলোর প্রতি সম্মতি প্রকাশ করব। ছেলেমেয়েদের বুঝাতে হবে যে, যীশু অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতই ব্যবহার করতেন, অদ্ভুত বা অসাধারণ কিছু করতেন না।

▸▸ নিম্নের লেখাটি বড় অক্ষরে লিখে দেখাব ও তাদের সঙ্গে পড়ব –

যীশু তাঁর পরিবারেই জীবন যাপন করেন।
তাঁর মা মারীয়া ও তাঁর বাবা যোসেফের কথা মেনে চলেন।
অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করেন,
বড়দের গল্প শোনেন ও তাঁর জাতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখেন।

৩। যীশুর পরিবারে সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসেন

▸▸ এমন একটি ছবি দেখাব যেখানে বালক যীশু, মারীয়া ও যোসেফকে দেখা যায়।

– এ ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ ? (যোসেফ কাঠের কাজ করছেন, মারীয়া সেলাই করছেন এবং যীশু সাহায্য করছেন)। তাঁদের মধ্যে কি মধুর সম্পর্ক, ঠিক না ?

– তোমরা জান, এত সুখ-শান্তি কেন ?

কারণ ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন। তাঁরা গভীরভাবে পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁকে ভালবাসেন, তাঁর কথা ও তাঁর ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ করতে চেষ্টা করেন। তিনি যা চান, তাই তাঁরা সব সময় করে থাকেন।
তাঁরা এই বলে প্রার্থনা করতেন ও ঈশ্বরের বাণী স্মরণ করতেন ঃ
"ইস্রায়েল, শোন ঃ প্রভু আমাদের ঈশ্বর, ঈশ্বর এক।
তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত মন, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে"।

যীশু ঈশ্বর ও মানুষের সামনে জ্ঞানে, বয়সে ও ঈশ্বরের ভালবাসায় বড় হতে লাগলেন। মারীয়া ও যোসেফ কাজ করেন ; যীশু কাজ করতে শেখেন। শনিবার দিন কিন্তু তাঁরা কাজ করেন না, কারণ সেটা হল প্রভুর দিন, আনন্দের দিন।

সন্ধ্যায় তাঁরা বাতি জ্বালিয়ে ঈশ্বরের বন্দনা করে বলেন ঃ

"হে ঈশ্বর, জগতের প্রভু, তোমার নাম ধন্য হোক"।
তাঁদের বাড়ীতে যদি কোন অতিথি, আত্মীয়, বন্ধু বা অপরিচিত ব্যক্তি আসে,
তাঁরা তাকে ঘরে জায়গা দেন ও স্বাগতম জানান : "তোমার শান্তি হোক"।

৪। আমাদের পরিবারে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি

একটি পরিবার যেখানে একে অন্যকে ভালবাসে ও সাহায্য করে, একসঙ্গে পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, রবিবার দিন অন্যান্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে গীর্জা ঘরে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দেয় ও বাড়ীতে আনন্দের সঙ্গে দিন কাটায় ... এমন পরিবারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করব। তাই এ সুন্দর আদর্শ খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে উপস্থিত করতে চেষ্টা করব।

– তোমরা কি প্রত্যেক দিন মা-বাবা ও ভাইবোনের সঙ্গে প্রার্থনা ও গান কর ?
– রবিবারে তোমরা কি বাবা-মার সঙ্গে গীর্জায় এসে অনুষ্ঠানে যোগ দাও ?
– খাওয়া দাওয়ার সময় তোমরা কি প্রার্থনা কর ?

৫। ক্রিয়াকলাপ ও প্রার্থনা

– প্রত্যেকদিন যীশু কি কি কাজ করতেন এবং আমরা কি কি করি, তা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করে, পাশাপাশি দুই কলামে লিখে দেব।
– ছেলেমেয়েদের বলুন, তারা যেন বাড়ী গিয়ে মা-বাবাকে বলে, আজকের ধর্মশিক্ষার সময় তারা কি শুনেছে, কি শিখেছে (যীশুর পরিবারের মত হতে গেলে আমাদের কি করতে হবে) ...।

– বিদায় দেওয়ার আগে প্রার্থনা করব ঃ
এসো, এখন প্রার্থনা করি (তোমরা আমার পরে বলবে) ঃ

হে প্রভু, আমাদের বাড়ীতে যারা থাকে, তুমি তাদের সকলকে আশীর্বাদ ও রক্ষা কর। মা বাবাকে সাহায্য কর, কারণ তারা প্রত্যেকদিন আমাদের ভাল'র জন্য কাজ করে। আমাদেরও সাহায্য কর, আমরা যেন মা বাবার কথায় বাধ্য হয়ে যীশুর মত বড় হতে পারি। এ প্রার্থনা করি আমাদের ভাই যীশুর নামে, আমেন।

৬। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারের মধ্যে আমরা কি করি ?
উত্তর : আমাদের পরিবারের মধ্যে আমরা মা বাবা ও ভাই বোনদের সঙ্গে যীশুর মত বড় হই ও পিতা ঈশ্বরকে ভালবাসি।

বিষয় নং - ৯

যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন

সুপারিশ :
– জানুয়ারী মাসে
– বালক যীশু

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – ছেলেমেয়েরা যেন যীশুর প্রকৃত পরিচয় নেয় ঃ যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র কারণ ঈশ্বর তার পিতা।
– জানাব যে, যীশু আপন ইচ্ছা নয় বরং তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন বা পূর্ণ করার জন্যই আমাদের মাঝে এসেছেন।
– যীশুর মনোভাব জেনে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা প্রকাশ।
– সুসমাচারে আমরা পাই "যীশুর কথা ও কাজ"।

আমার ছেলেমেয়ে

– তারা জানে যে, 'বাধ্য হওয়া' মানে মা বাবার কথা মেনে চলা। তাদের কাছে এ 'বাধ্যতা' আনন্দের বিষয় নয়, বরং বিরক্তিকর। তবে যীশু কেমন করে আনন্দের সঙ্গে পিতার ইচ্ছা সব সময় পালন করতেন ?
– ছেলেমেয়েদের ধারণা এই যে, যীশু হলেন একজন ভাল মানুষ অথবা সৃষ্টিকর্তা নিজেই ...। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের মত মানুষ হয়েছেন – এ সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা নেই।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

১। সুসমাচার পাঠ করি

বোধ হয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আজ এই প্রথম সুসমাচার পাঠ করতে যাচ্ছি। এ সুযোগে, সুসমাচার আমাদের কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ, এ বিষয়ে ছেলেমেয়েদের কাছে একটু বলব। আসল কথা হল, ঈশ্বরের বাণী শোনা ও তাতে উপযুক্ত সাড়া দেওয়া।

আজ নূতন কিছু করব। যীশু যা করেছেন, যা বলেছেন, তা কেমন করে আনতে পারব ? তা সমস্তই সুসমাচারে লেখা আছে। সুসমাচার লিখেছেন যীশুর প্রিয় বন্ধুরা, যারা তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকত। সুসমাচার থেকে একটি অংশ পড়ে শুনাব। যা শুনতে যাচ্ছ, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। তাই আমাদের অন্তরে নীরবতা পালন করতে হয়, আমরা যেন একটি শব্দও না হারাই (কিছুক্ষণ নীরব থাকব)। যীশু আমাদেরই মত ছেলে ছিলেন ঃ খেলাধূলা পছন্দ করতেন, সব কিছু জানতে চাইতেন কিন্তু সকলের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। তাঁর বয়স যখন ১২ বছর, তখন তাঁর কি হল ... শোন।

সুসমাচার হাতে নিয়ে দেখাব। খুব ভক্তি সহকারে, ধীরে ও স্পষ্টস্বরে, আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করবে ঃ লুক ২:৪১-৫০। ছেলেমেয়েদের ঠিকমত বসতে ও মন দিয়ে শুনতে বলব। শেষে একটু নীরবে সবাই ধ্যান করব।

২। যীশু খুশী মনে পিতার ইচ্ছা পালন করেন

▸▸ সুসমাচারের কথার উপর চিন্তাধ্যান করতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করব ঃ
– যীশু কেন যিরুশালেমে থেকে গেলেন ?
– এমন করতে তাঁকে কে বলেছিলেন ?
– যীশু তাঁর মা মারীয়াকে এমন উত্তর দিয়েছেন কেন ? (যীশুর উত্তরটি আবার বলব)।
– যীশুর প্রকৃত পিতা কে ?

কি আশ্চর্য! যীশু নিজের ইচ্ছামত করেন না, মনে যা আসে, তিনি তাই করেন না; তিনি বরং তাঁর পিতা যা যা করতে বলেন, তাই তিনি করেন।

আর আরও জানতে পারলাম যে, যীশুর পিতা হল ঈশ্বর নিজেই...। যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যীশু তাঁর পিতাকে সকলের চেয়ে ও সবকিছুর চেয়ে ভালবাসেন, তাঁর কথা শুনতে ও তাঁর ইচ্ছা পালন করতে তিনি সব সময় প্রস্তুত। এরই জন্য তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁর বাধ্য পুত্র ছিলেন বলে...। তাই যীশু যিরুশালেমের মন্দিরে গিয়ে বললেন ঃ 'এই যে পিতা, আমি প্রস্তুত; আমাকে কি করতে হবে, তা তুমি বল'।

যীশু যখন বড় হবেন, তাঁর বন্ধুদের কাছে তিনি বলবেন ঃ "আমি ও পিতা ঈশ্বর এক। তাঁর পছন্দই আমার পছন্দ। তাঁর ইচ্ছা পালন করা হল আমার প্রত্যেকদিনের খাদ্য"। কি সুন্দর কথা যীশু বলেন তাঁর পিতা সম্বন্ধে ! তাঁকে কত ভালবাসেন এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি কত খুশী ! তিনি সব সময় খুব সতর্ক থাকতেন পিতার কথা শুনবার ও জানবার জন্য ...।

৩। আমাদের পিতার ইচ্ছা খুশীমনে পালন করি

– আর আমরা কেমন করি ?

– অনেকবার আমরা অবাধ্য হই, মা-বাবার প্রতি ...তাই না ? (ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। ... তুমি কেন সেদিন মায়ের কথা শুনতে চাও নি ? ...)

▸▸ উপসংহারস্বরূপ বলব :

মাঝে মাঝে আমরা অন্যদের কথা শুনতে বা মানতে চাই না কারণ মনে করি যে, আমাদের ইচ্ছামত করলে... আমরা খুশী-সুখী হব, তাই না ? কিন্তু সত্যিকারে কি এমন হয় ? (বলতে দেব)।

যীশু সব সময় সুখী ছিলেন কারণ তিনি সব সময় তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেন। যীশু চান, আমরাও যেন পিতাকে ভালবাসি, শুনি ও মেনে চলি, কারণ তিনি জানেন যে, শুধুমাত্র এইভাবে আমরা সুখী হতে পারব।

– তোমাদের মধ্যে কে কে পিতার ইচ্ছা পালন করতে চাও ?

– আমাদের পিতা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কি চান ?

আমাদের পিতা চান আমরা যেন একে অপরকে ভাইবোন হিসাবে মনে করি অর্থাৎ আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি, পরস্পরকে সাহায্য করি।

মা বাবাকে সাহায্য করার জন্য তুমি কি করতে চাও ? (তাদের কথা শুনব, তাদের খুশী করব ...) আর ভাইবোনদের জন্য ? (মারামারি করব না...)।

আর বন্ধু-বান্ধব ও সাথীদের জন্য ? (জিনিসপত্র দেব, একসঙ্গে খেলব ...)।

গান ঃ 'তুমি অনন্ত জীবনের বাণী' (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং৫)

৪। প্রার্থনা

আজকের পাঠের বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছোট ছোট প্রার্থনা করব।
শেষে সবাই প্রভুর প্রার্থনা করব ঃ "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ...
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক...:।

৫। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : সুসমাচারে কাঁর কথা লেখা আছে ?
উত্তর : সুসমাচারে লেখা আছে যীশুর জীবনের কথা ও কাজ।
প্রশ্ন : যীশুর পিতা কে ?
উত্তর : স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাই হলেন যীশুর আপন পিতা।
প্রশ্ন : যীশু সব সময় কি করতে ভালবাসতেন ?
উত্তর : যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পালন করতে ভালবাসতেন।
প্রশ্ন : যীশু আমাদের কাছ থেকে কি চান ?
উত্তর : যীশু চান, আমরাও যেন তাঁর মত পিতার ইচ্ছা পালন করি এবং সুখী হই।

৬। মা বাবার সঙ্গে

– আজকে যা যা শিখলাম ও যে সিদ্ধান্ত নিলাম, তা বাড়ী গিয়েই মা বাবাকে বলব।
– মা বাবাকে জিজ্ঞেস কর, তারা কেন চান, আমরা যেন তাদের কথা সব সময় মেনে চলি ?

যীশুর বাধ্যতা

যীশু তাঁর মা ও বিধিসম্মত পিতার প্রতি বাধ্যতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের চতুর্থ আজ্ঞা পরিপূর্ণ ভাবে পালন করেছেন এবং এটা তাঁর স্বর্গীয় পিতার প্রতি সন্তানসুলভ আনুগত্যের পার্থিব রূপ। যোসেফ এবং মারীয়ার প্রতি নিত্যদিনের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে পুণ্য বৃহস্পতিবারের সেই বাধ্যতা : "আমার ইচ্ছা নয়..." ঘোষিত ও পূর্ব-বাস্তবায়িত হয়েছে। আদমের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, খ্রীষ্ট তাঁর অপ্রকাশ্য জীবনে দৈনন্দিন নিয়মের প্রতি বাধ্যতা মধ্য দিয়ে তা ইতোমধ্যে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছেন।

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, ৫৩২